প্রথম আলো

তারিখ ..... 1 SEP 2012
পৃষ্ঠা ... ৬ ... কলাম ... ৪

কুড়িগ্রামের ৪০৭ চরে নেই মাধ্যমিক বিদ্যালয়

সফি খান, কুড়িগ্রাম ●

'মুই তো পড়বার চাং। কিন্তু চরত হাইস্কুল নাই। কেমন করি পড়ি।' আক্ষেপ করে কথাগুলো বলছিল খেয়ার আলগারচর বেসরকারি রেজিস্ট্রার্ড প্রাথমিক বিদ্যালয় থেকে প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনী পরীক্ষায় পাস করা হাফিজা খাতুন। তার বাড়ি কুড়িগ্রাম সদর উপজেলার যাত্রাপুর ইউনিয়নের ব্রহ্মপুত্র নদের ঝুনকারচরে।

মাধ্যমিক বিদ্যালয় না থাকায় হাফিজা খাতুনের মতো কুড়িগ্রাম জেলার চার শতাধিক চরের কয়েক হাজার শিক্ষার্থী মাধ্যমিক পর্যায়ে পড়াশোনার সুযোগ থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। ফলে প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনী পরীক্ষা পাস করার পর প্রতিবছর অনেক শিক্ষার্থী ঝরে পড়ছে। মেয়েরা সংসারের কাজ করে। কারও কারও অল্প বয়সেই বিয়ে হয়ে যায়। ছেলেরা গরু চরায় ও মানুষের বাড়িতে কাজ করে। কেউ কেউ কাজ করতে জেলার বাইরে চলে যায়।

জেলা তথ্য কার্যালয় সূত্রে জানা গেছে, জেলায় ১৬টি নদ ও নদীর আশপাশে ৪১০টি চর আছে। জেলা প্রাথমিক শিক্ষা কার্যালয় সূত্রে জানা গেছে, চরাঞ্চলে ২৩৯টি প্রাথমিক বিদ্যালয় আছে। এর মধ্যে ১২০টি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ৩৬ হাজার ৬২ জন এবং ১০৯টি রেজিস্ট্রার্ড প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ২৮ হাজার ৪৬৬ জন শিক্ষার্থী লেখাপড়া করে।

জেলার ৪১০টি চরের মধ্যে মাত্র তিনটিতে তিনটি উচ্চবিদ্যালয় ও একটি দাখিল মাদ্রাসা আছে। চিলমারী উপজেলার চরইটালুকান্দি, উলিপুর উপজেলার সাহেবের আলগা (গ্যাস্কার আলগা) ও নাগেশ্বরী উপজেলার নারায়ণপুরে একটি করে উচ্চবিদ্যালয় আছে। এ ছাড়া নারায়ণপুরেই একটি দাখিল মাদ্রাসা আছে। এসব শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে ৯০০ শিক্ষার্থী লেখাপড়া করে।

সরেজমিনে ঝুনকারচরে গিয়ে দেখা যায়, বেশ কিছু ছেলে বিদ্যালয়ে না গিয়ে মাঠে গরু চরাচ্ছে। কেউ কেউ জমিতে কাজ করছে। মেয়েরা সংসারের নানা কাজে ব্যস্ত। সেখানে কথা হয় হামিদুল ইসলাম নামের এক শিশুর সঙ্গে। সে জানায়, প্রথম শ্রেণী থেকে পঞ্চম শ্রেণী পর্যন্ত খেয়ার আলগারচর রেজিস্ট্রার্ড প্রাথমিক বিদ্যালয়ে লেখাপড়া করে। ২০১০ সালে পঞ্চম শ্রেণীর বার্ষিক পরীক্ষায় প্রথম হয়। উচ্চবিদ্যালয় না থাকায় আর পড়তে পারেনি। বর্তমান সে তার বাবার সঙ্গে জমিতে কাজ করছে। তার বাবা মাহাবুবুর রহমান বলেন, 'খুব আশা আছিল, ছেলেকে পড়াবো। কিন্তু আশেপাশে কোনো বিদ্যালয় না থাকায় পড়াতে পারছি না। আমরা গরিব মানুষ। ছেলেকে দূরে থুইয়া পড়াবো, সে উপায় নাই। তাই কাজে লাগায় দিয়েছি।'

- কয়েক হাজার শিক্ষার্থী পড়াশোনার সুযোগবঞ্চিত
- কেউ কেউ কাজ করতে জেলার বাইরে চলে যায়

২০১১ সালে একই বিদ্যালয় থেকে পঞ্চম শ্রেণীর বার্ষিক পরীক্ষায় প্রথম হয় আরিফা খাতুন। তাঁর বাড়ি দেবাড়ি খোলারচর। বাবা আজিজুল হক পেশায় জেলে। বাড়িতে গিয়ে কথা হয় আরিফার সঙ্গে। লেখাপড়া বন্ধ করলে কেন জানতে চাইলে সে বলে, 'কোথায় পড়ব স্কুল নাই। বাড়িতে মায়ের সঙ্গে কাজ করি।'

খেয়ার আলগারচর রেজিস্ট্রার্ড প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক সাইফুল ইসলাম জানান, ২০১১ সালে তাঁর বিদ্যালয় থেকে প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনী পরীক্ষায় ২০ জন পাস করে। এদের মধ্যে ১১ জন মেয়ে। এলাকায় উচ্চবিদ্যালয় না থাকায় তাদের লেখাপড়া বন্ধ হয়ে গেছে। তিনি বলেন, যাত্রাপুর ও নারায়ণপুরে দুটি উচ্চবিদ্যালয় রয়েছে। নদীপথে দূরত্ব আট কিলোমিটার।

উলিপুর উপজেলার সাহেবের আলগা ইউনিয়নে চেরাগের আলগাচরে চেরাগের আলগা রেজিস্ট্রার্ড প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষক মফেলা বেগম বলেন, ২০১১ সালে এখান থেকে প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনী পরীক্ষায় ১৩ জন পাস করে। ২০১০ সালে পাস করে ১৬ জন। এদের মধ্যে একজন মেয়ে রৌমারীতে ফুফুর বাড়িতে গিয়ে লেখাপড়া করছে। বাকিদের লেখাপড়া বন্ধ হয়ে গেছে।

সচেতন নাগরিক কমিটির কুড়িগ্রাম জেলা শাখার সভাপতি মো. শাহাবুদ্দিন বলেন, চরাঞ্চলের বিশাল জনগোষ্ঠীকে শিক্ষার আলো থেকে বঞ্চিত রেখে দেশ ও সমাজ এগোতে পারে না। এতে চরে বাল্যবিবাহের সংখ্যা বাড়ছে।

জেলা মাধ্যমিক শিক্ষা কর্মকর্তা মো. সামছুল ইসলাম জানান, কুড়িগ্রামে এত চর অথচ সেই তুলনায় উচ্চবিদ্যালয়ের সংখ্যা হাতে গোনা মাত্র কয়েকটি। এতে হাজার হাজার শিক্ষার্থী প্রাথমিক শিক্ষা শেষ করার পর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে লেখাপড়া করতে পারে না। ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে বিষয়টি জানানো হবে।